EAST WEST UNIVERSITY
PROGOTI FOUNDATION FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT
PERMANENT SANAD HOLDER
A/2 Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: 09666775577, +880-2-55046678, E-mail : admissions@ewubd.edu
URL : http://www.ewubd.edu

ইডব্লিউইউ(বিএস-৩)/২৫-০৫৫

২২ এপ্রিল ২০২৫
০৯ বৈশাখ ১৪৩২

২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৪ এর কার্য বিবরণী

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ২০২৪ সালের বার্ষিক বিশেষ সভা ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বোর্ড সভাকক্ষে এবং একই সাথে অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নিম্নলিখিত সদস্যগণ কোন না কোন মাধ্যমে সভায় উপস্থিত ছিলেন-

০১.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	সভাপতি
০২.	মিসেস নাজমা আহমেদ	সদস্য
০৩.	জনাব নওশাদ শামসুল আরেফীন	সদস্য
০৪.	ড. রফিকুল হুদা চৌধুরী (অনলাইন মাধ্যমে)	সদস্য
০৫	কনা লস্কর হক	সদস্য
০৬.	ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	সদস্য
০৭.	জনাব শেলী এ. মুবদী	সদস্য
০৮.	মুনিজে মঞ্জুর	সদস্য
০৯.	জনাব মনসুর মুমিন	সদস্য
১০.	মিসেস নুরুন নাহার রহমান	সদস্য
১১.	জনাব এইচ. এন. আশিকুর রহমান (অনলাইন মাধ্যমে)	সদস্য
১২.	ড. জয় সামাদ	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক শামস্-উর রহমান, উপাচার্য	পদাধিকার বলে সদস্য

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সচিব এ কে এম সাইফুল আজাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বোর্ড সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নির্দিষ্ট কোরাম পূর্ণ থাকায় বোর্ড সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

পর্ষদ সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন দেশের বাইরে থেকে এসে সমাবর্তন ও বার্ষিক বিশেষ সভায় যোগদানের জন্য সম্মানিত পর্ষদ সদস্য জনাব শেলী এ. মুবদি, ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কনা লস্কর হক, মিসেস নুরুন নাহার রহমান ও ড. জয় সামাদকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর মৃত্যুকে অপুরণীয় ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করে তার কর্মময় জীবন, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তার অবদান স্মরণ করেন। সভায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তার শোকাহত পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। মরহুম সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর মনোনয়ন অনুযায়ী তার কন্যা মুনিজে মঞ্জুরকে বোর্ড অব গভর্ণরস ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য হিসেবে স্বাগত জানিয়ে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় যে, তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, মেধা ও শ্রম দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নীতি নির্ধারন ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

সভার নিয়মিত আলোচ্যসূচী শুরুর আগে পর্ষদ সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গত বছরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, অনেক দিনের চেষ্টার পর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জন্য একটি ফুটওভার ব্রীজ স্থাপন করা গেছে। জুলাই-আগষ্ট অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলরত শিক্ষার্থীদের আশ্রয়, খাবার, পানি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করাতে ইউনিভার্সিটির প্রতি মানুষের সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিভার্সিটির জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে বলেও তিনি পর্ষদকে অবহিত করেন।

পার্ট-এ

আলোচ্যসূচী # ০১ ঃ ০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ পুনরালোচনা ঃ

০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধকরণের যথার্থতা সম্পর্কে মতামতের আহ্বান জানালে বোর্ড সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত কোন সদস্যই তাতে কোন প্রকার মন্তব্য করেননি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বার্ষিক বিশেষ সভা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সভার কার্যবিবরণী বোর্ড সদস্যদের নিকট যথারীতি প্রেরণের

পর তাতে কোন সংশোধনী / মন্তব্য / পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। পর্ষদ সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় অবহিত হয়ে এর নিশ্চিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে অবগত হয়।

আলোচ্যসূচী # ০২ ঃ ০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের পরিস্থিতি ঃ

০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর এর বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অবগতির জন্য সভায় পেশ করা হয়। পর্ষদ যে সকল সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়ন হয়নি তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ

২.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ০৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ অবগত হয় এবং বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করে।

আলোচ্যসূচী # ০৩ ঃ ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা ঃ

পর্ষদ সভাপতি উল্লেখ করেন যে, ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান-২০২৫ আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ইউনিভার্সিটির মাননীয় আচার্য জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন কর্তৃক মনোনীত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার ২৮৮৫ জন শিক্ষার্থীকে তাদের নিজ নিজ ডিগ্রী প্রদান করে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের উক্ত ডিগ্রীর মর্যাদা ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বিশেষ অতিথি এবং বাংলাদেশের প্রথম সারির চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। দ্য ডেইলি স্টার, সমকাল, কালের কণ্ঠ, যুগান্তর ও দৈনিক প্রথম আলোসহ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য দৈনিক এবং অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের

সংবাদ ছাপা হয়েছে। বোর্ড সভাপতির আহ্বানে উপাচার্য মহোদয়কে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সভায় উল্লেখ করেন যে, বরাবরের মতোই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহকারী ও ভেন্যু প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই দুই ক্ষেত্রে বড় অভিযোগের সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে বলে তিনি পর্ষদকে আশ্বস্ত করেন।

পর্ষদ সদস্য মুনিজে মঞ্জুর বলেন, ২৮৮৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একদিনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুরুহ। বিদেশী বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির আদলে শিক্ষার্থীদের মাঝে সংশ্লিষ্ট ডীন কর্তৃক সনদ বিতরণের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান দুই দিনে করা যেতে পারে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্ম ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও স্যোশাল মিডিয়ার প্রতি অনুরক্ত এবং তাদের কাছে উপাচার্যর সাথে একটি ছবির গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় উপাচার্য মহোদয়ের সাথে ছবি তোলার ব্যবস্থা রাখা সমীচিন হবে। মিসেস নাজমা আহমেদ বলেন, ডিগ্রী প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে বক্তৃতার সময় কিছুটা কমিয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি অনুষ্ঠান চলাকালীন লাইভ সম্প্রচার নির্বিঘ্ন করার প্রতি সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। কনা লস্কর হক সমাবর্তন অনুষ্ঠান একদিনে না করে দুই দিনে করার বিষয়টিকে সমর্থন করে সভায় উল্লেখ করেন যে, এপ্রিল মাসের উষ্ণ আবহাওয়ায় সরবরাহকৃত খাবারের গুণগত মান নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সহজে নষ্ট হয় না এরূপ খাবার সরবরাহ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। মিসেস নুরুন নাহার রহমান সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের বিদ্যমান পেক্ষাপটে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভাবার অবকাশ আছে। প্রধান অতিথি এবং সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য বেশ উপভোগ্য ছিল এবং উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণও তা উপভোগ করেছেন মনে হয় বলে তিনি সভায় মন্তব্য করেন। ড. জয় সামাদ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী সংখ্যার বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় সমাবর্তন আয়োজনের জন্য এখন থেকেই আরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত বলে সভায় মন্তব্য করেন। ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন চ্যান্সেলর প্রসেশন আরও দৃশ্যমান হলে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেত। সমাবর্তন স্থলটি (আফতাবনগর খেলার মাঠ) বেশ উঁচু-নিচু হওয়াতে যে কোন ধরনের বিপদ হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং ভবিষ্যতে এখানে আবারো সমাবর্তন আয়োজন করলে এদিকে নজর দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন ইউনিভার্সিটি মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সার্বক্ষণিকভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া থেকে শিক্ষার্থীদের সনদ গ্রহণ পর্যন্ত সকল কাজে পরামর্শ ও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে দেখভাল করেছেন। পর্ষদ এ জন্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানায়।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বোর্ড সদস্যগণকে তাদের গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় উল্লেখ করেন যে, সমাবর্তন অনুষ্ঠান দুই ভাগে করার জন্য পূর্বে অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষার্থীদের প্রবল আপত্তির মুখে তা সম্ভব

হয়নি। গ্রাজুয়েটরা একই দিনে শুধুমাত্র উপাচার্য মহোদয়ের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করতে চায় এবং বিষয়টির স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় সহসা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত হবে বলে মনে হয়। তবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বছরের প্রথমার্ধে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে করা গেলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হবে না উল্লেখ করে তিনি আগামী ২৫তম সমাবর্তন ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য উপাচার্য মহোদয়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন সমাবর্তনের দিন প্রতিকুল আবহাওয়ার কারণে বেশ বড় ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা ছিল যা অত্যন্ত সচেতনভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে। খাবার ও ভেন্যু প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে; বিশেষ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা তেমন ভালভাবে কাজ করেনি উল্লেখ করে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটিকে যৌক্তিকভাবে জরিমানা করা যেতে পারে বলে সভায় উল্লেখ করেন। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, প্রথম সেশন শেষ হওয়ার পরই গ্রাজুয়েট ও অভিভাবকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং সেখানে সকলেই তাদের স্বতস্ফুর্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। কাজেই কিছু অভিযোগ থাকলেও এবারের সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। এবারের সমাবর্তনের উভয় সেশনে শিক্ষক উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল উল্লেখ করে তিনি উপাচার্য মহোদয়কে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সাধুবাদ জানান। ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার জনাব মাশফিকুর রহমান ও তার টীম পর্দার আড়ালে থেকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি রেজিস্ট্রার জনাব মাশফিকুর রহমানকে অতিরিক্ত ০২ (দুই) টি ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে বলে জানালে সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৩.১ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ইউনিভার্সিটির মাননীয় আচার্য জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন কর্তৃক মনোনীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার উপস্থিত থেকে ২৮৮৫ জন গ্র্যাজুয়েটকে তাদের নিজ নিজ ডিগ্রী প্রদান করার জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩.২ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ২৮৮৫ জন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ বক্তৃতা প্রদানের জন্য এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

৩.৩ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ ও সমাবর্তন বক্তা এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি প্রদান করার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করে।

৩.৪ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সর্বাত্মক সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় চেয়ারপার্সন, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানায়।

৩.৫ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহকারী ও ভেন্যু প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় যৌক্তিকভাবে জরিমানা করার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদান করে।

৩.৬ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আগামীতে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন বছরের শুরুর দিকে (ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে) সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করে।

আলোচ্যসূচী # ০৪ ঃ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ও প্রশাসনিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

উপাচার্য মহোদয় ইউনিভার্সিটির ২০২৪ সালের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ের উপর সভায় একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেনঃ

একাডেমিক বিষয়াবলীঃ Building Research Culture, Enhancing Employability, Capacity Building in L&T and Enhancing Reputation & Visibility, Research Day.

উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে শুধু গবেষণা পরিচালনা নয় বরং প্রকাশনা, অর্থায়ন, সেমিস্টার ভিত্তিক উপাচার্যের নিউজলেটার প্রকাশ, বিভাগীয় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মেন্টরশীপ ইত্যাদির মাধ্যমে

একটি গবেষণাবান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ২০২৪ সালে সিনিয়র শিক্ষকগণের টিচিং লোড কমানো হয়েছে যাতে তারা প্রকাশনা ও জুনিয়র শিক্ষকগণকে গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারেন। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এমপ্লয়াবিলিটি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টার কার্যালয়ের জনশক্তি বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারভিউ প্রদান ও বায়োডাটা প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইউনিভার্সিটির ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ইউনিভার্সিটির প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) অ্যালমনাই এর পরিসংখ্যান তৈরী করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অ্যালমনাইদের সাথে যোগাযোগ করে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নে তাদের মতামত গ্রহণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমপ্লয়াবিলিটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্পখাতের সাথে যোগাযোগের কোন বিকল্প নেই উল্লেখ করে উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে এ বিষয়ে অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, শিক্ষায় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর উদ্দেশ্যে আইকিউএসি'র উদ্যোগে ৫৭ জন শিক্ষক নিয়ে একটি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৯ (নয়) জন উপাচার্য সমন্বয়ে গঠিত ফাউন্ডেশন কর্তৃক আরেকটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে প্রায় ২৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন । কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরী নবায়ন ও পদোন্নতির জন্য প্রচলিত ফরমটিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন ও অবদানসহ বেশকিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সার্বিক কার্যক্রমে গতি ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু নীতিমালা (Policy) প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইউনিভার্সিটির সুনাম ও র‍্যাংকিং উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতি অনুষদ বাংলাদেশের চতুর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) এর অ্যাক্রিডিটেশন লাভ, ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট উন্নয়ন, বিডিজবস এবং Bangladesh Freight Forwarders Association (BAFFA) এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি উদ্যোগ ইউনিভার্সিটির সুনাম ও র‍্যাংকিং উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য মহোদয় সভায় আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী ৩ মে ২০২৫ তারিখে ইউনিভার্সিটিতে প্রথমবারের মতো দিনব্যাপী 'রিসার্চ ডে' পালন করতে যাচ্ছে। এ প্রোগ্রামে গত তিন বছরের গবেষণা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক

সুপারিশকৃত শিক্ষকদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি সম্মানিত পর্ষদ সদস্যগণকে ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান।

প্রশাসনিক বিষয়াবলী ঃ Fire Fighting System of Farashuddin Bahban, Rooftop Solar System, Flap Barriers, Website Revamp, Greening EWU Campus and Shifting of SR Lasker Library Bhaban.

উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে ফরাসউদ্দিন ভবনের ফায়ার ফাইটিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের চারটি ব্লকের তিনটিতে (ব্লক- এ, বি ও ডি) সোলার প্যানেল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির পরিমান শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। বর্তমানে উক্ত প্যানেল হতে উৎপাদিত ১৬০.৬৫kWp বিদ্যুৎ ইউনিভার্সিটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ড. এস. আর. লস্কর লাইব্রেরীর বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে প্রধান ক্যাম্পাসের নীচতলায় এমবিএ অফিস ও ফ্যাকাল্টি লাউঞ্জসহকারে এখনকার চেয়ে কমপক্ষে ৪০% বেশী জায়গা নিয়ে স্থানান্তর করার কার্যক্রম চলছে। ইউনিভার্সিটির প্রবেশ পথে ফ্ল্যাপ ব্যারিয়ার স্থাপন কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং ওয়েবসাইট রিভ্যাম্প এর কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। ব্র্যাক নার্সারি ক্যাম্পাস সবুজায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু করেছে।

উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক পেশকৃত একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পর্ষদ সদস্য কনা লস্কর হক সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি একাডেমিক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা রিসার্চ সেন্টার করা গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বেশী উপকৃত হতে পারে। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ এর ব্যবস্থা আছে কিনা তা সভায় জানতে চান। উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, এখানে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং, তবে শিক্ষার্থীরা সর্বশেষ সেমিস্টারে প্রজেক্ট বা থিসিস হিসেবে একটি কোর্স সম্পন্ন করে থাকে। মিসেস নুরুন নাহার রহমান সভায় উল্লেখ করেন যে, অ্যালমনাইদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে মনে হয়। ড. জয় সামাদ সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে বেশকিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী আছে যেখানে ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ড. জয় সামাদের বক্তব্য সমর্থন করে সভায় উল্লেখ করেন যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সিএসই ও ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থীদের চাকরী পাওয়ার হার সন্তোষজনক। তিনি ইউনিভার্সিটির একটি অ্যালমনাই এসোসিয়েশন ও ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার স্থাপন করতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করেন। ইউনিভার্সিটির সুনাম বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদেশী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহ যেমন ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আনতে বোর্ড সদস্যগণকে বিশেষ করে ড. জয় সামাদকে অনুরোধ জানালে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে পর্ষদকে আশ্বস্ত করেন। বোর্ড সদস্য মুনিজে মঞ্জুরের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোহাম্মদ

ফরাসউদ্দিন সভায় উল্লেখ করেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইটির শিক্ষকের ক্ষেত্রে পিএইচডি জরুরী না হলেও স্যোশাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রী গুরুত্ব বহন করে বলে মনে হয়। বোর্ড সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ল্যাবের ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়। পর্ষদের পক্ষ থেকে তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটগণের কর্মপ্রাপ্তির হার সন্তোষজনক।

সিদ্ধান্ত ঃ

৪.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলীর উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হয় এবং উপাচার্য মহোদয়কে ধন্যবাদ জানায়।

৪.২ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা যাতে চাকুরীর বাজারে নিজেদের যোগ্য হিসেবে তুলে ধরতে পারে সেইভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করে।

৪.৩ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অ্যালমনাই এসোসিয়েশন গঠনের জন্য কার্যকরী ও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উপাচার্য মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করে।

৪.৪ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সময়ের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বিদেশী ভাষাকেন্দ্র (Foreign Language Center) স্থাপনের কাজে গতি আনয়নের পরামর্শ প্রদান করে।

৪.৫ পর্ষদ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সুনাম বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বাইরে থেকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্কভূক্ত দেশ যেমন নেপাল, ভুটান বা ভারত থেকে শিক্ষার্থী ও যোগ্য শিক্ষক আনতে চেষ্টা করার জন্য বোর্ড সদস্যগণের প্রতিও অনুরোধ জানায়।

৪.৬ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ড. এস. আর. লস্কর লাইব্রেরী বর্তমান জায়গা থেকে সরিয়ে প্রধান ক্যাম্পাসে 'বি' ব্লকের নীচতলার শ্রেণিকক্ষসমূহ, গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম (এমবিএ ও ইএমবিএ) অফিস ও 'সি' ব্লকে অবস্থিত ফ্যাকাল্টি লাউঞ্জকে একীভুত করে স্থানান্তর করার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যাক্ত করে।

৪.৭ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সেস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের আওতাভুক্ত ল্যাবসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করতে উপাচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করে।

আলোচ্যসূচী # ০৫ ঃ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাফল্য উদযাপন ঃ

বোর্ড সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সফলতার সাথে পথ পরিক্রমা করে আসছে। ২০২৪ সালে এর ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। এর মধ্যে ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতি অনুষদ ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) এর অ্যাক্রিডিটেশন লাভ অন্যতম। বাংলাদেশে মাত্র চারটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্জন রয়েছে। এ সাফল্য উদযাপনের জন্য ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে রাজেন্দ্রপুরস্থ ব্র্যাক সিডিএম সেন্টারে আয়োজিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য তিনি পর্ষদ সদস্যগণকে আমন্ত্রণ জানান। ২৭৯তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর পরবর্তী ধাপ Accreditation of Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) এর অ্যাক্রিডিটেশন লাভের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, গেল বছর ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত সফলতার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ২০২৪ সালে ইউনিভার্সিটির সিএসই বিভাগের অ্যালমনাই জনাব রিফাত নবি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক লাভ করেছেন। এতে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সুনাম দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

৫.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতি অনুষদ ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) এর অ্যাক্রিডিটেশন লাভ ও এর পরবর্তী ধাপ Accreditation of Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) এর অ্যাক্রিডিটেশন লাভের জন্য কার্যক্রম শুরু এবং বিভাগীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের অন্যান্য সফলতা সম্পর্কে অবগত হয়। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এ সফলতার ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে পর্ষদ আশা প্রকাশ করে।

পার্ট- বি

আলোচ্যসূচী # ০৬ ঃ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বর্তমান অবস্থা ও এর ভবিষ্যত গতিপথ ঃ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভাকে অবহিত করেন যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। সামগ্রিক পরিচালন স্বচ্ছতা ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মহোদয়ের সিদ্ধহস্ত ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের অবদানে বর্তমানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার সন্তোষজনক। ২০২৪ সালের শরৎকালীন সেমিস্টারে ২৭০০ জন এবং ২০২৫ সালের বসন্তকালীন সেমিস্টারে ১৯০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে; যা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলের আস্থার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হয়। এখানকার শিক্ষার্থীরা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া করছে এবং তারা কোন প্রকার দলাদলি বা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, কিউএস সাসটেইনেবিলিটি র‍্যাংকিং এ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অবদান বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ। তিনি সভায় উল্লেখ করেন যে, ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতাগণের দক্ষতা, সততা, বিদ্যোৎসাহিতা ও নিরলস পরিশ্রমের কারণেই ইউনিভার্সিটি আজকের এ অবস্থানে আসতে পেরেছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নতুন সদস্যগণ তাদের পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউনিভার্সিটি পরিচালনায় তাদের মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করবেন বলে তিনি সভায় আশা প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচী # ০৭ ঃ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ঃ

সভাকে অবহিত করা হয় যে, পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশে সরকার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোম্পানী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসকে বহিঃ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিবেদন বোর্ডের অবগতির জন্য সভায় পেশ করা হয়। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভায় উল্লেখ করেন যে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কোনরকম যতি ছাড়া প্রতিবছর নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করে থাকে। উপস্থাপিত প্রতিবেদনে তেমন কোন পর্যবেক্ষণ না থাকায় পর্ষদ এটি অনুমোদন করতে পারে। সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সদস্যগণ এত একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৭.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বহিঃ নিরীক্ষক মেসার্স হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোম্পানী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক নিরীক্ষিত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে অবগত হয়।

আলোচ্যসূচী # ০৮ ঃ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জন্য জমি ক্রয় ঃ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভাকে অবহিত করেন যে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সংকুলান সংকট কাটানো ছাড়াও বৃহৎ ক্যাম্পাসে সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাম্পাস প্রসারের উদ্দেশ্যে

জমি ক্রয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্প্রতি আফতাবনগরের শেষভাগে একসাথে কম বেশী ৪৫ বিঘা জমির সন্ধান পাওয়া গেছে। ২৮১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বোর্ড সভাপতির আমন্ত্রণে কোষাধ্যক্ষ এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বোর্ড সভায় উপস্থিত হয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উক্ত জমির অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

পর্ষদ সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, এ জমি আইনানুগভাবে কেনা গেলে নিজস্ব খেলার মাঠ, কনভোকেশন সেন্টার, ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বর্গফুটের লাইব্রেরী, জিম, পরীক্ষা হল, সুইমিংপুল, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করে একটি চিত্তাকর্ষক ও দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস নির্মাণ করা যাবে যা র‍্যাংকিং অগ্রগতিতেও সহায়ক হবে। কনা লঙ্কর হক সভায় ইউনিভার্সিটির প্রধান ক্যাম্পাস পরিবর্তন করা হবে কিনা জানতে চাইলে বোর্ড সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ০৩ (তিন) কিলোমিটারের বেশী দূরত্বে হলে একই ক্যাম্পাস হিসেবে বিবেচনা করতে ইউজিসির আপত্তি রয়েছে। সেক্ষেত্রে জমি কেনা গেলে সেখানে বড় পরিসরে ক্যাম্পাস নির্মাণ করে সেটাকে প্রধান ক্যাম্পাস করাটাই সমীচিন হবে। পর্ষদ সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এক প্রশ্নের আলোকে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভাকে অবহিত করেন যে প্রস্তাবিত জমির স্বত্তাধিকারী হাউজিং কোম্পানীর মালিকানা সংক্রান্ত কিছু ঝামেলা আছে বলে জানা গেছে। তবে জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, সংশ্লিষ্ট জমিতে ইউনিভার্সিটি কর্তৃক উক্ত জমি ক্রয়ের সাইনবোর্ড স্থাপন ও রাজউকের অনাপত্তিপত্রসহ বিভিন্ন বিষয় আমলে নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে মর্মে বোর্ড সভাপতি পর্ষদকে আশ্বস্ত করেন। পর্ষদ সদস্য জনাব মনসুর মুমিন বর্তমানে যতটুকু নিষ্কন্টক জমি পাওয়া যায় তা কিনে রাখা যেতে পারে বলে সভায় মন্তব্য করেন। বোর্ড সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, একসাথে মোটামুটি ৩০ (ত্রিশ) বিঘা নিষ্কন্টক জমি একত্রে না পাওয়া পর্যন্ত হাউজিং কোম্পানীকে জমি ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়া সঠিক হবে না এবং এক্ষেত্রে বায়না বা MOU স্বাক্ষর করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে ক্রয় কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য এবং বিক্রেতাকে যতশীঘ্র সম্ভব জমিখন্ডটি নিষ্কন্টক করে রাজউক এর "ইউনিভার্সিটি" শ্রেণীকরণে আনার আহ্বান জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

৮.১ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আফতাবনগরের শেষভাগে প্রস্তাবিত এলাকায় প্রথম ধাপে একসাথে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) বিঘা জমি কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে জমি ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে পর্ষদ সভাপতির সার্বিক তত্বাবধানে ইউনিভার্সিটির স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে ক্রয় কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

৮.২ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জমি ক্রয় করার বিষয় চুড়ান্তকরণ অবশ্যই পর্ষদের অনুমোদন নিয়েই করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে।

আলোচ্যসূচী # ০৯ ঃ বিবিধ ঃ

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবিধ আলোচ্যসূচীর আওতায় আলোচনা করা হয়ঃ

(ক) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ কমানো প্রসঙ্গে ঃ

বোর্ড সভাপতি বিষয়টি প্রত্যাহার করে নেন।

(খ) বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচনঃ

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ৪৫(২) ধারা মোতাবেক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটির অর্থ ও হিসাব বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভূক্ত ০৮ (আট) টি সি.এ ফার্মের নিকট থেকে ইউনিভার্সিটির হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা আহ্বান করেছিল। এ আহ্বানের প্রেক্ষিতে ০৬ (ছয়) টি সি.এ ফার্ম তাদের অডিট ফি ও কোম্পানী প্রোফাইল সম্বলিত প্রস্তাবনা দাখিল করে। উক্ত ৬ (ছয়) টি সি.এ ফার্মের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

Sl. No.	Name of CA Firms	Audit Fees (Taka)	Remarks
01.	ACNABIN	5,75,000.00	Including Tax and VAT
02.	MABS & J Partners	3,27,750.00	Including Tax and VAT
03.	Howladar Yunus & Co	3,16,250.00	Including Tax and VAT
04.	Syful Shamsul Alam & Co.	2,87,500.00	Including Tax and VAT
05.	Khan Wahab Shafique Rahman & Co.	2,87,500.00	Including Tax and VAT
06.	A. Wahab & Co.	2,21,375.00	Including Tax and VAT

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন তালিকার প্রথম তিনটি ফার্মকে ক্রমিক মান অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের জন্য প্যানেল হিসেবে সুপারিশ করে পর্ষদের অনুমোদন কামনা করলে সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সদস্যগণ তার সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৯.২ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের জন্য একটি প্যানেল সুপারিশ করে। ক্রমিক মান অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক সি.এ ফার্মের প্যানেলটি নিম্নরূপ ঃ

Sl. No.	Name of CA Firms
01.	ACNABIN
02.	MABS & J Partners
03.	Howladar Yunus & Co

(গ) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির থিম সং অনুমোদন ঃ

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের বার্ষিক বিশেষ সভা-২০২৩ এর সিদ্ধান্ত # ১২.৩ অনুযায়ী "স্বপ্ন জয়ের আহ্বানে ইস্ট ওয়েস্টে চল" শিরোনামে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির থিম সং পর্ষদের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। গানটির কথা লিখেছেন জনাব দেলোয়ার আরজুদা শরাফ, সুর ও সঙ্গীত তৈরী করেছেন জনাব রেজওয়ান শেখ এবং কণ্ঠ দিয়েছেন এ প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পী আয়েশা মৌসুমি ও রেজওয়ান শেখ। বোর্ড সভাপতি পর্ষদ সদস্যগণের মতামত আহ্বান করলে জনাব এইচ. এন. আশিকুর রহমান সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিকভাবে থিম সংটি শ্রুতিমধুর হয়েছে, তবে গানের কথা ও উচ্চারণের দিকে আরও মনোযোগী হলে ভাল হতো। পর্ষদ সদস্য মুনিজে মঞ্জুর সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান প্রজন্মের কথা বলা ও উচ্চারণের দিক বিবেচনায় আপাততঃ গানটির অনুমোদন দিয়ে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ রাখা যেতে পারে। ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সভায় উল্লেখ করেন যে, অনুমোদিত খরচের চেয়ে কম খরচে গানটি তৈরী করা হয়েছে যার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্টরা সাধুবাদ পাবার দাবিদার। উপাচার্য মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, থিম সং নির্মাণকল্পে গঠিত কমিটি নিরলস পরিশ্রম করেছে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভিশন, মিশন, বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়কে একসূত্রে নিয়ে এসে গানটিকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এটি পরিমার্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে মনে হয়। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সভায় উল্লেখ করেন যে, ইউনিভার্সিটির থিম সং তৈরী করার জন্য উপ-উপাচার্য মহোদয় ও তার টীম অনেক পরিশ্রম করেছেন। গানটির চিত্রায়নে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস ও শিক্ষার্থীদের চাঞ্চল্যমুখর পরিবেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ গানটিকে ভবিষ্যতে পরিমার্জনের সুযোগ রেখে আপাততঃ অনুমোদন করা যেতে পারে বলে মনে হয়। ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কনা লস্কর হকসহ সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৯.৩(i) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জন্য নির্মিত "স্বপ্ন জয়ের আহ্বানে ইস্ট ওয়েস্টে চলো" শিরোনামের থিম সংটি অনুমোদন করে। ইউনিভার্সিটির থিম সং হিসেবে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে গানটির পরিমার্জনের সুযোগ আছে বলে পর্ষদ মনে করে।

৯.৩(ii) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির জন্য থিম সং প্রস্তুতকরণে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় পর্ষদ সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১২ঃ০০ মিনিটে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাইফুল আজাদ 22/08/২৫

এ. কে. এম. সাইফুল আজাদ
সচিব, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি